প্রিয় নবী ﷺ এর সৌন্দর্য

29-September-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর একজন ফেরেশতা আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। **(মুজামুল কাবির, ৮/১৩৪, ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউল আউয়াল শরীফের পবিত্র মাস আমাদের মাঝে বিরাজমান। এটি ঐ সম্মানিত মাস যাতে আমাদের প্রিয় নবী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়েছিলো। একারণেই এ মাসে বিশেষ ভাবে যেভাবে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র জীবনের বিভিন্ন বিষয়াদি এবং মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘটনাবলী বর্ণনা করে আশিকানে রাসূলের অন্তরে ইশ্কে রাসূলের প্রদীপ আরো বেশি করে প্রজ্জ্বলিত করা হয়, সেভাবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার আলোচনা করে তাদের অন্তরে আরো বেশি আগ্রাহান্বিত করা হয়। আর আজকের বয়ানের বিষয় হচ্ছে; “জামালে মুস্তফা” তথা মুস্তফার সৌন্দর্য।

আসুন! অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে শুনি: যেমন-

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও মাধূর্যতা সম্পর্কিত একটি ঘটনা

যখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা মুর্কারমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করার জন্য কিছু সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে রওনা হলেন, তখন হযরত উম্মে মা'বাদ এর তাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই মহিলা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চিনতো না, কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি তার তাবুর পাশে বসে মুসাফিরদের খাবার ইত্যাদি খাওয়াতেন। এই মোবারক যাত্রীগণ তাঁর কাছ থেকে মাংস এবং খেজুর কিনে নিতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সময় তার কাছে কিছুই ছিলোনা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুর কোনায় একটি রুগ্ন ছাগল দেখলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে উম্মে মা'বাদ! এইটি কেমন ছাগল? ঐ মহিলা উত্তর দিলো: এর স্তনে দুধ নেই বরং এ তো কখনো বাচ্চাও জন্ম দেয়নি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "بِسْمِ الله" শরীফ পাঠ করে নিজের আরোগ্য দানকারী হাত মোবারক ছাগলের স্তনে এবং কোমরে বুলিয়ে দিলেন আর এর জন্য দোয়া করলেন। ছাগল তার পা দু'টি প্রসারিত করে দিলো আর দুধ দেওয়া শুরু করে দিলো। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলো অতঃপর রওনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর উম্মে মা'বাদ এর স্বামী ঘরে আসলো। যখন তিনি এত বেশি পরিমাণ দুধ দেখলেন তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: উম্মে মা'বাদ! এত দুধ কোথেকে এলো? অথচ ঘরে দুধ দানকারী কোন পশুও নেই? তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! এই মাত্র এদিক দিয়ে এক মোবারক সত্তা অতিক্রম করেছেন। আবু মা'বাদ বললো: আমাকে একটু তাঁর অবয়ব সম্পর্কে বলো। তখন উম্মে মা'বাদ বললো: আমি এমন এক সত্তাকে দেখেছি যার সৌন্দর্য ছিলো অতুলনীয়, যার চেহারা খুবই সুন্দর এবং তাঁর

সৃষ্টি ছিলো খুবই উন্নত, বড়ই সুন্দর এবং অত্যন্ত চমৎকার ছিলেন। চোখ ছিলো কালো এবং বড়, চোখের পলকগুলো ছিলো লম্বা। তাঁর আওয়াজ ছিলো গুঞ্জনের মতো, গর্দান চাকচিক্যময়, দাঁড়ি মোবারক ঘন ছিলো। দুইটি ভ্রু চিকন এবং পরস্পর মিলিত ছিলো। তাঁর দেহের উচ্চতা মধ্যম আকৃতির ছিলো, এতো লম্বা ছিলেন না যে, দেখতে খারাপ লাগে। এতো কম উচ্চতা সম্পন্ন ছিলেন না যে, দেখে তুচ্ছ মনে হবে। দুর থেকে দেখলে মনে হবে অনেক প্রভাবশালী গম্ভির এবং সুন্দর, আর কাছ থেকে দেখলে মনে হবে এর চেয়েও হাজার গুন বেশি সুন্দর। এসব শুনে আবু মা'বাদ বললো: আল্লাহর শপথ! এ তো সেই পবিত্র সত্তা যার সম্পর্কে মক্কা মোর্কারমা থেকে জেনেছি। আমার তো আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে; তাঁর সহচর্য গ্রহণ করার। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে, তবে আমি অবশ্যই আমার ইচ্ছা পূরণ করবো (আর অতঃপর এমনি হলো, **আল্লাহ পাক** নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় কদম তাঁর ঘরে পড়ার বরকতে না শুধু উম্মে মা'বাদ এর স্বামীকে বরং স্বয়ং উম্মে মা'বাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কেও ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং সাহাবীর মর্যাদাও দান করেছেন।) **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, বাবুর রা'বেয়ে ফি হিজরাতে, ৩/২৪৪)**

হুসনোঁ জামালে মুস্তফা, মারহাবা ছদ মারহাবা!
আউজ কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের অতুলনীয় নবী, সুন্দর ও সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাক** কিরূপ সৌন্দর্য প্রদান করেছেন যে, মুসলমান যখন তাঁর সুন্দর

চেহারার দিকে তাকায় তখন তাঁর নামে জীবন উৎসর্গ করে দিতেও পিছু হটে না এবং যখন কোন অমুসলিম দেখতো তখন তাঁর সুন্দর আকৃতি তাদের চোখে এমন ভাবে ধরা দিতো যে, তারা ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে প্রবেশ করতো। নিঃসন্দেহে আগে ও পরে তাঁর মতো না কেউ ছিলো না কেউ আসবে।

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের ও মাধূর্যতার অনুমান এই বিষয়টির মাধ্যমে করুন যে, **আল্লাহ পাক** সকল সৌন্দর্যময় বস্তুগুলো সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ জগতকে সৌন্দর্য প্রদান করলেন এবং সমগ্র সগতের সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি সৌন্দর্য হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রদান করেন। তাঁর সৌন্দর্যের এরূপ অবস্থা ছিলো যে, যখন মিসরের মহিলারা তাঁকে দেখলো তখন তাঁর সৌন্দর্যে এতই আত্মহারা ও মগ্ন হয়ে গেলো যে, অবচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত কেটে ফেলল। এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে করীমে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে; **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَلَمَّا رَاَیْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِیْمٌ ﴿۳۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন নারীরা ইউসুফকে দেখলো, তখন তারা তার পবিত্রতার মহত্ব বর্ণনা করতে লাগলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। আর বললো: আল্লাহরই জন্য পবিত্রতা, এটাতো মানব জাতির কেউ নয়। এটাতো নয়, কিন্তু কোন সম্মানিত ফিরিশতা।

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "খাযাইনুল ইরফান"এ আয়াতটির তাফসীরে

www.dawateislami.net

বলেন: কেননা, তারা সেই বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্যের সাথে সাথে নবুয়ত ও রিসালাতের আলো বিনয় ও নম্রতার চিহ্ন সমূহ এবং বাদশাহ সুলভ প্রভাব ও ক্ষমতা এবং সুস্বাদু খাদ্য ও সুন্দর চেহারার দিক থেকে অনাসক্তির অবস্থাও দেখলো। আর তারা বিস্মিত হলো এবং তাঁর মহত্ব ও ভয়ে তাদের অন্তর ভরে উঠলো এবং তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলো যে, সেই নারীরাও আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিলো। তাদের অন্তর ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে গেল যে, হাত কাটার কষ্ট তাদের একেবারে অনুভূত হয়নি। **(খাযাইনুল ইরফান, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা তো হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সৌন্দর্যের অবস্থা ছিলো যে, যাকে সকল সৃষ্টির চাইতে বেশি সৌন্দর্য প্রদান করা হয়েছিলো। তবে সৌন্দর্যের মূর্তপথিক, হাবীবে পরওয়ারদিগার, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের অবস্থা কিরূপ হবে? কেননা, যার সৌন্দর্য হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সৌন্দর্যের চেয়ে অনেকগুন বেশি ছিলো।

হুসনে ইউসুফ পে কাটে মিসর মে আঙ্গুস্তে যানাঁ,
সর কাটা তে হে তেরে নাম পে মরদানে আরব।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন:

فَلَوْ سَمِعُوْا فِیْ مِصْرَ اَوْصَافَ خَدِّہٖ
لَمَا بَذَلُوْا فِیْ سَوْمِ یُوْسُفَ مِنْ نَقْدٍ

অর্থাৎ- যদি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মণ্ডলের গুনাবলী সম্পর্কে মিশরবাসীরা শুনতো তবে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর মূল্য নির্ধারণে ধন-দৌলত খরচ করতো না।

www.dawateislami.net

لَواحِیْ زُلَیْخَا لَوْ رَاَیْنَ جَبِیْنَہٗ
لَاٰثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوْبَ عَلَی الْاَیْدِی

অর্থাৎ যদি জুলেখাকে নিন্দাকারী মহিলারা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কপাল মোবারকের যিয়ারত করতো তবে হাতের পরিবর্তে নিজের অন্তর কাটাকে প্রাধান্য দিতো।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আয়িশাতু উম্মুল মু'মিনীন, ৪/৩৯০)

না'লাইনে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
খান্দানে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় শান সম্পর্কে আমরাই বা আর কি বুঝব। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যারা দিন-রাত, সফরে-অবস্থানে, নবুয়তের সৌন্দর্যের ঝলকগুলো নিজেদের চোখে দেখেছেন, তাঁরা নূরের প্রতিচ্ছবি, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে যে সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, আসুন! তা শুনি:

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি সকল সৌন্দর্যময় বস্তু দেখেছি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি সুন্দর ও আকর্ষনীয় আমি কখনো দেখিনি। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশ্দ, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)**

দীদারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আনওয়ারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ واٰلِهٖ وَسَلَّمَ)اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَّاَنْوَرَهُمْ لَوْنًا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন।

তিনি আরো বলেন: لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন: সেই হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের সাথে তুলনা দিয়েছেন। وَكَانَ عَرَقُهُ فِيْ وَجْهِهٖ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ অর্থাৎ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘামের বিন্দুকে তাঁর নূরানী চেহারায় মুক্তার দানার মতো লাগতো।

(আল হাছায়েছুল কুবরা, বাবুল আয়াতি ফিল আরকাশ শরীফ, ১/১১৫)

অনুরূপভাবে সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত জাবের বিন সামুরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চাঁদনী রাতে দেখলাম, তখন আমি একবার চাঁদের দিকে দেখছিলাম একবার হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে দেখছিলাম, তখন আমার চোখে চাঁদের চেয়েও হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারাকে আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। **(আল শামাইলুল হামিদিয়া, লিত তিরমিযী, বাবু মা-জা ফি খলকি রাসূলিল্লাহ্, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯)**

রিফআতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
ইন্‌আমে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মনমাতানো বর্ণনাগুলো শুনে আশিকানে রাসূলের অন্তর খুশিতে আন্দোলিত হচ্ছে। উপস্থাপিত বর্ণনা সমূহে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চেহারা মোবারককে চাঁদের সাথে তুলনা দিয়েছেন। অথচ সূর্যের আলো চাঁদের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। এর মধ্যে হিকমত (রহস্য) হলো; চাঁদ সমস্ত জগৎকে নিজের উজ্জলতা দিয়ে ভরে দেয় এবং দর্শকরা এতে অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর কোন কষ্ট ছাড়া এর

দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়, যেখানে সূর্যের এসব কিছু সম্ভব হয়না। কেননা, সূর্যের দিকে তাকালে চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। **(যুকানী আলাল মাওয়াহিব, আল মাকছাদুস সালিস, আল ফসলুল আউয়াল ফি কামাল খালকাতা, ওয়া জামালু সুরাতা, ৫/২৫৮)**

মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার সাথে চাঁদের তুলনা দিয়েছেন, তা হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা ছিলোনা। যদি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ লোকদের সামনে হতো তবে চোখে তা দেখার ক্ষমতা রাখতোনা। যেমন- আল্লামা যুরকানী, ইমাম কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের মাঝে প্রকাশ হয়নি, যদি তাঁর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের মাঝে প্রকাশ হয়ে যেত, তবে আমাদের চোখ এই উজ্জ্বল দীপ্তি দেখার ক্ষমতা রাখতো না। **(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আল মাকছাদুস সালিস, ফদলুল আউয়াল ফি কামালু খলকিয়া ওয়া জামালু সু-রতিয়া, ৫/২৪১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র অবয়ব (আকৃতি) (হুলিয়া মোবারক)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা এবং চারিত্রিক গুনাবলী বর্ণনা করার যে হক রয়েছে তা আদায় করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আলোচনা করে বরকত অর্জনের জন্য, তাঁর মোবারক কতিপয় অঙ্গের এবং সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার আরো কিছু আলোচনা শুনে নিজের জন্য রহমত ও বরকতের পাথেয় সংগ্রহ করে নিই।

চেহারা মোবারক

হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক, খোদার সৌন্দর্যের আয়না স্বরূপ এবং নূর ও উজ্জলতার প্রকাশস্থল। চেহারা ভরাট এবং গোলাকার ছিলো। এই চেহারা মোবারককে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দেখতেই বলে উঠলো: وَجْهُهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ۔ অর্থাৎ এই চেহারা মিথ্যুকের চেহারা নয় এবং ঈমান গ্রহণ করলেন।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফদলুস সদকা, ১ম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯০৭)

মিলাদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
দিল শাদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

চক্ষু মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চোখ দু'টি বড় এবং কুদরতি ভাবে সুরমা লাগানো আর পলকগুলো বিস্তৃত ছিলো। চোখের সাদা অংশে সুক্ষ্ম লাল রেখা ছিলো। পূর্ববর্তী কিতাবে বর্ণিত আছে: এটাও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের একটি আলামত।

ইজ্জতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আমদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভ্রু মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রুদ্বয় বিস্তৃত এবং চিকন ছিলো, আর দু'টি ভ্রু পরস্পর এভাবে সম্পৃক্ত ছিলো যে, দূর থেকে দেখলে মিলিত মনে হতো।

(আশ শামাইলে মুহাম্মদীয়া, লিত তিরমিযী, বাবু মা-যা ফি খালকি রাসূলিল্লাহ্, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭)

গেছোয়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
দাঁড়ীয়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

নাক মোবারক

হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক মোবারক সুন্দর এবং বিস্তৃত ছিলো আর মাঝখানে সামান্য উত্থিত ও সুস্পষ্ট ছিলো। নাকের হাঁড়ে একটি নূর দীপ্তমান ছিলো। যে ব্যক্তি গভীর ভাবে দেখতো না, সে মনে করতো উঁচু হয়ে আছে, অথচ উঁচু ছিলো না। উঁচুতো সেই নূরটি ছিলো যা এটাকে ঘিরে ছিলো।

(আশ শামাইলে মুহাম্মদীয়া, লিত তিরমিযী, বাবু মা-যা ফি খালকি রাসূলিল্লাহ্, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭)

বীনীয়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
পসিনায়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

কপাল মোবারক

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মোবারক প্রশস্থ ছিলো এবং প্রদীপের মতো উজ্জ্বল ছিলো। এজন্য হযরত হাস্সান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন:

مَتٰى يَبْدُ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهٗ
يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجٰى الْمُتَوَقِّدِ

অর্থাৎ- যখন অন্ধকার রাতে হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মোবারক প্রকাশ পেতো, তখন আন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো জ্বলতো। **(শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৫ম খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা)**

শাফায়াতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
পরচমে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

কান মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উভয় কান মোবারক পরিপূর্ণ ছিলো। প্রখর দৃষ্টিশক্তির ন্যায় **আল্লাহ পাক** তাঁকে শ্রবনশক্তিও আশ্চর্যজনক ভাবে প্রদান করেছেন। এ কারণেই তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করতেন: "আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুনো না। আমি তো আসমানের আওয়াজও শুনে থাকি। **(আল খাছায়িছুল কুবরা লিস সুয়ূতি, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)**

সম'আতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
নছরতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

মুখ মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক প্রশস্থ, গাল (গণ্ডদেশ) মোবারক মসৃণ, সামনের দাঁত মোবারক বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল ও দ্বীপ্তিময় ছিলো। যখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন, তখন তা থেকে নূর বের হতে দেখা যেতো। হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মুচকি হাসতেন তখন দেয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে যেতো। **(আল খাছায়িছুল কুবরা লিস সুয়ূতি, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)**

হিকমতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
রিফআতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

মুখের থুথু মোবারক

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবরকের পবিত্র থুথু আঘাতপ্রাপ্ত এবং অসুস্থদের জন্য শিফা ছিলো।

যেমন- খাইবার বিজয়ের দিন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের থুথু মোবারক হযরত আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর চোখে লাগানোর সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে যায় যেন কোন দিন ব্যথাই হয়নি।

হযরত রিফা'আ বিন রাফেয়ে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: বদরের যুদ্ধের দিন আমার চোখে তীর লেগেছিলো এবং তা বিদির্ণ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাতে নিজের থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। ব্যস! আমার সামান্যতম কষ্ট অনুভব হয়নি আর চোখটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেলো। **(যা-দাল মা-আদ, ৩য় খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা)**

অউজ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
জুদ ও নাওয়ালে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

জিহ্বা মোবরক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে বেশি স্পষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা এতই স্পষ্ট ছিলো যে, পাশে বসা ব্যক্তি তা মুখস্ত করে নিতো। **(আশ শামাইলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৩)** হযরত উম্মে মা'বাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন চুপ থাকতেন তখন গাম্ভীর্যতা প্রকাশ পেতো আর যখন কথাবার্তা বলতেন তখন চেহারা নূরানী ও উজ্জ্বল হয়ে যেতো। অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন আর কথাবার্তা খুবই স্পষ্ট হতো, যা কখনো অযথা এবং অনুপকারী হতো না। **(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা)**

আক্বওয়ালে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আফ আলে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

হাত মোবারক

হাতের তালু ও বাহু মোবারক মাংসল ছিলো। হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি কোন রেশমী কাপড়কে, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাতের তালু মোবারক থেকে বেশি নরম পাইনি। আর কোন সুগন্ধি হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধির চেয়ে উন্নত পাইনি। **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২য় খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৬১)** যেই ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসাফাহা করতেন, সে সারা দিন নিজের হাত থেকে সুগন্ধি পেতো আর যেই বাচ্চার মাথায় হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর হাত মোবারক বুলিয়ে দিতেন, সে সুগন্ধিতে অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় পার্থক্য হতো।

(সীরাতে রাসূরে আরবী, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

আক্বা কে বাযু মারহাবা মারহাবা,
আক্বা কি আঁখে মারহাবা মারহাবা।

পা মোবারক

দু'টি পা মোবারক মাংসল ও এমন সুন্দর ছিলো যে, যা কারো ছিলোনা। আর এমন নরম ও পরিস্কার ছিলো যে, এতে সামান্য পরিমাণ পানিও আটকাতো না। বরং সাথে সাথেই বয়ে যেত। **(সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)** হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন পাথরের উপর হাটতেন তখন তা নরম হয়ে যেতো। যেন তিনি অতি সহজে এর উপর দিয়ে চলে যেতে পারেন আর যখন বালিতে হাটতেন তখন তাতে পা মোবারকের চিহ্ন হতো না।

(সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

আনওয়ারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
গুলজারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

চুল মোবারক

মাথা মোবারকের চুল বেশি কোকঁড়ানোও ছিলোনা আবার বেশি সোজাও ছিলো না বরং দু'টির মধ্যবর্তী ছিলো। দাঁড়ি মোবারক ঘন ছিলো, তা আচঁড়াতেন এবং আয়না দেখতেন আর শোয়ার পূর্বে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। গোঁফ মোবারক সবসময় কাটাতেন এবং ইরশাদ করতেন: মুশরিকদের বিরোধীতা করো। অর্থাৎ দাঁড়িকে বাড়তে দাও এবং গোঁফ ছোট করে রাখো। **(মিশকাতুর মাসাবিহ, কিতাবুল লিবাস, ২য় খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪২১)**

আনওয়ারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
গুলজারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।
আযমতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আ-মদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মতো কেউ না কখনো ছিলো, না কখনো আসবে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং এর আপাদমস্তক নূরের সমাহার ছিলেন। তাঁর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুন ও উৎকর্ষতার এমন সংমিশ্রণ ছিলো যে, যার নযির ও উদাহরণ পাওয়া যায় না। যদি আমরা একটু চিন্তা করি, এরূপ প্রিয়তমের চেয়ে বেশি ভালবাসার উপযুক্ত আর কে হতে পারে? কখনো না, বিশেষ করে এ লোকেরা যারা নশ্বর পৃথিবীর অনর্থক সৌন্দর্যকে দেখে রূপক প্রেম রোগের শিকার হয়ে যায় এবং শরীয়াতের পরিপন্থি কাজে জড়িতে হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের চিন্তা করা উচিৎ।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই (রূপক প্রেমের) জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হলো; আজকাল অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের অভাব এবং সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরে সরে থাকা। একারণেই চারিদিকে গুনাহের বন্যা বয়ে গেছে।, ঞ.ঠ এবং ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রেমের ছবি এবং অশ্লীল নাটক দেখে বা অধিক প্রেমপূর্ণ পত্রিকার সংবাদ এমনকি উপন্যাস বাজারের মাসিক ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তুর মধ্যেও কাল্পনিক প্রেম কাহিনী পড়ে বা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষার (যেখানে ছেলে ও মেয়েদের একসাথে শিক্ষা দেয়া হয়) ক্লাস সমূহে বসে বা নামুহরিম আত্মীয়দের মেলামেশার মাধ্যমে অন্তরঙ্গতার চোরাবালিতে পড়ে অধিকাংশ যুবকদের কারো না কারো সাথে প্রেম হয়ে যায়। প্রথমে এক পক্ষ থেকে হয় পরবর্তীতে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অবহিত করে। তখন অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকে প্রেম হয়ে যায়। আর সাধারণভাবে গুনাহ ও নাফরমানীর তুফান শুরু হয়ে যায়। ফোনে মন খুলে নির্লজ্জ কথাবার্তা বরং নির্বিঘ্ন সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। চিঠিপত্র উপহারের আদান প্রদান হয়, গোপনে বিয়ের কথা ও সমর্থন হয়ে যায়। যদি পরিবার এই বিষয়ে বাধা প্রদান করে, তবে অনেক সময় দু'জনই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। পত্রিকায় তাদের ছবি ছাপা হয়, বংশের মান-সম্মান বাজারে নিলাম হয়ে যায়। কখনো তারা "কোর্ট মেরেজ"ও করে নেয়। আর আল্লাহর পানাহ! কখনো বিবাহ ছাড়াও ..... এমনকি এমনও হয় যে, পালাতে না পারলে তারা আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়। যার সংবাদ প্রায় আমরা পত্রিকায় পেয়ে থাকি। **(নেকীর দাওয়াত, ৩৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের মাঝে কেউ এরূপ গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে আসুন এখনিই সত্য অন্তরে তাওবা করে নিই। এই পাপের প্রেম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষমাশীল **আল্লাহ** পাকের মহান দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন। যে কোন ভাবেই এর ভয়াবহতা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিন। নিজেকে দ্বীনের কাজে পুরোপুরী ব্যস্ত করে নিন। **আল্লাহ পাক** ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা অন্তরে বাড়িয়ে নিন আর বারগাহে রিসালাতে ফরিয়াদ করুন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার চাকচিক্যকে ভালবাসাতে কোন উপকার নেই, যদি ভালবাসতেই হয় তবে **আল্লাহ পাক** ও তাঁর প্রিয় রাসূল, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধি বিধানকে ভালবাসুন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আরো জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "সীরাতে রাসূলে আরবী" এর অধ্যয়ন করুন। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহও জাগ্রত হবে।

"এলাকায়ি দাওরা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজ অন্তরে ইশকে রাসূলের প্রদীপ আলোকৃত করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ১২ দ্বীনি কাজে শামিল হয়ে দ্বীনি প্রসারকে ছাড়া জাগানোর নিয়্যত করে নিন, اِنْ شَآءَ الله এর অগনিত বরকত নিজ চোখে দেখবে। আর যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অংশ গ্রহণ কারী হয়ে যান।

যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি দ্বীনি কাজ হলো "এলাকায়ে দাওরা"ও রয়েছে। এ দ্বীনি কাজের অগণিত উপকার রয়েছে, যেমন মসজিদ আবাদ থাকবে, এলাকাতে খুব দ্বীনি কাজ ছড়ায়, নতুন ইসলামী দ্বীনি পরিবেশের নিকট আসে, বেনমাযীকে নামায নামাযী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব হয়, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়ার অংশিদার ও নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হবে। বিভিন্ন এলাকাতে গিয়ে লোকদেরকে নামায ও সুন্নাতের দিকে ধাবিত করার জন্য নেকীর দাওয়াত দেওয়াটা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সৌভাগ্য।

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নেকীর দাওয়াত দেওয়া আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সদকা স্বরুপ এবং তোমার চেয়ে দূর্বল ব্যক্তিকে আরোহণে বসিয়ে নেওয়া সদকা স্বরুপ আর রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু অপসারিত করা ও নামাযের জন্য চলা প্রত্যেক কদমে তোমার জন্য সদকা স্বরুপ। **(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/৪৬৬, হাদীস: ১৬৫৪)** আপনারা শুনলেন যে নেকীর দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে সদকার সাওয়াবও অর্জন হয়, সুতরাং আমাদেরও উচিত যে ভালোভাবে এলাকায়ে দাওয়ারার মাধ্যমে **আল্লাহ** পাকের দয়ার হকদার হয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়ার সাথে সাথে পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রিয়ও ছিলেন। তাই আমাদেরও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে জায়িয পন্থায় সাজ-সজ্জা করা চাই। হাদীসে মোবারকে রয়েছে: "اِنَّ اللّٰهَ جَمِيۡلٌ يُحِبُّ الۡجَمَالَ" অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ

করেন।” **(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৭)** আসুন! সাজ-সজ্জার জায়িয ও নাজায়িয হওয়ার প্রকারগুলো শুনি:

পুরুষের সোনার আংটি পরিধান করা হারাম, পুরুষ এক পাথর বিশিষ্ট একটি রূপার আংটি সাড়ে ৪মাশা বা ৩৭৪ মিলিগ্রাম ওজনের পরিধান করতে পারবে। পুরুষ একাধিক আংটি বা কয়েকটি পাথর বিশিষ্ট একটি আংটি বা রিং পরিধান করতে পারবে না। কেননা, পুরুষের জন্য তা নাজায়িয, মহিলারা সোনা, রূপা সবধরণের আংটি বা রিং এবং সবধরণের অলংকার পরিধান করতে পারবে। আওয়াজ হয় এরূপ অলংকারও মহিলাদের জন্য নিষেধ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরও অলংকার পরিধান করা হারাম, যে পরিয়ে দিবে সেও গুনাহগার হবে। **(আল ফতোয়ায়ে হিন্দীয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)** শরীয়াতে অনুমতি রয়েছে, যদি **আল্লাহ পাক** ধন-সম্পদ দান করে তবে উত্তম পোশাক এবং দামী কাপড় ব্যবহার নারী ও পুরুষ উভযের জন্য জায়িয। তবে শর্ত হলো গর্ব ও অহংকারের জন্য যেন না হয়, বরং যেন **আল্লাহ** পাকের নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশের জন্য হয়।

(রদ্দুল মুহতার, ফদলু ফিল লিবাস, ৯ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

দারুল ইফতা বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যতি আমরা চাই যে আমরা শরীত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করবো আর আমাদের প্রত্যেক কাজ শরীয়ত মুতাবেক হোক তাহলে আমাদের উচিত যে, যে কোন কাজ করার পূর্বে সে সম্পর্কে শরীতের দিক নিদর্শন নেওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ৮০টিরও বেশি বিভাগের মধ্যে হতে একটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত” যেখানে মুফতিগণ উম্মতে মুসলিমার শরয়ী দিক নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত। সর্বপ্রথম

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত ১৫ শাবানুল মুয়াযযাম ১৪২১ হিজরীতে জামে মসজিদ কানযুল ঈমান, বাবরী চৌক করাচী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত করাচীতে বিভিন্ন এলাকা ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরেও "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" এর সম্মানিত মুফতিগণ মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে মুসলমানের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাকৃত মাসআলার সমাধান দেয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্ব থেকে এই মেইল এড্রেস (darulifta@dawateislami.net) মাধ্যমে প্রশ্ন সমূহ জিজ্ঞাসা করা যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" এর নামে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাপক ও অত্যান্ত সুপরিচিত অনুষ্ঠানও উপস্থাপন করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইলমে দ্বীনের আলো ছড়ানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মজলিস আই. টি (I.T) এর অধিনে" দারুল ইফতা আহলেস সুন্নাত" মোইল অ্যাপ্লিকেশন (App lication)ও এসেগেছে এবং আরো উন্নত করাতে চলমান। **আল্লাহ পাক** "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"কে আরো উন্নত দান করুন। আমিন।

সুরমা লাগানো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই প্রিয় একটি সুন্নাত। তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন শয়ন করতে যেতেন তখন নিজের মোবারক চোখে সুরমা লাগাতেন। তাই আমাদেরও শোয়ার পূর্বে সুন্নাতের অনুসরনের নিয়্যতে নিজের চোখে সুরমা লাগানো উচিৎ। এতে আমরা সুরমা লাগানোর সুন্নাতের সাওয়াবও পাবো আর সাথে সাথে এর দুনিয়াবী উপকারীতাও অর্জন হবে। আমাদের প্রিয় নবী, মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র মাথা মোবারক ও দাঁড়ি মোবারকে তেল লাগাতেন, চিরুনী করতেন, মাথারা মাঝে সিঁথী কাটতেন।

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার চুল আছে সে যেন তার যত্ন নেয়।" (অর্থাৎ তা ধৌত করবে, তেল লাগাবে এবং আঁচড়াবে)। **(আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৬৩)** মহিলাদের নাক ইত্যাদি ছেদন করা জায়িয। **(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)** অনেকে ছেলেদেরও কান ছেদন করে এবং তাতে রিংও পরিয়ে থাকে, এটা নাজায়িয অর্থাৎ ছেলেদের কান ছেদন করাও নাজায়িয এবং এতে অলংকার পরিধান করাও নাজায়িয। **(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)** মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়িয। ছোট বাচ্চা ছেলেদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নাজায়িয এবং ছোট বাচ্চা মেয়েদের মেহেদী লাগানোতে কোন সমস্যা নেই। **(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)** হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; হুযুর পুরনূর, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এক হিজড়াকে উপস্থিত করা হলো, যে তার হাত ও পায়ে মেহেদী দ্বারা রঙ্গিন করেছিলো। ইরশাদ করলেন: "এর কি অবস্থা?" (অর্থাৎ সে কেন মেহেদী লাগালো?) লোকেরা বললো: সে মহিলাদের নকল করছে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: "একে শহর থেকে বের করে দাও।" সুতরাং তাকে শহর থেকে বের করে দেয়া হলো। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের করে "নকীঈ" নামক স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। **(আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯২৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হিজড়াটি মহিলাদের নকল করছিলো অর্থাৎ হাত পায়ে মেহেদী লাগিয়ে ছিলো, এতে আমাদের প্রিয় নবী, মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার প্রতি কিরূপ অসন্তুষ্ট হলেন যে, তাকে শহর থেকে বের করে দিলেন। এই হাদীস শরীফ দ্বারা ঐ

লোকদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিৎ, যারা বিয়ে অথবা ঈদের সময় নিজের হাতে বা আঙ্গুলে মেহেদী লাগিয়ে থাকে। যেরূপ পুরুষদের মহিলাদের নকল করা নাজায়িয, অনুরূপ মহিলারাও পুরুষদের নকল করতে পারবে না।

যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; মুস্তফা জানে রহমত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লানত (অভিশাপ) দিয়েছেন নারী সুলভ পুরুষদের উপর, যারা মহিলাদের আকৃতি ধারণ করে এবং পুরুষ সুলভ মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের আকৃতি ধারণ করে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৬৩)** জীব-জন্তুর ছবি বিশিষ্ট পোশাক কখনোই পরিধান করবেন না। পশু বা মানুষের ছবি বিশিষ্ট স্টিকারও নিজের পোশাকে লাগাবেন না, ঘরেও ঝুলিয়ে রাখবেন না। নিজের বাচ্চাদেরও এমন বেবী স্যুট পরাবেন না, যাতে পশু বা মানুষের ছবি রয়েছে। মহিলারা নিজের স্বামীর জন্য জায়িয বস্তু দ্বারা ঘরের চার দেওয়ারের ভেতর সাজ-সজ্জা করুন। কিন্তু মেকআপ করে এবং পরিপাটি হয়ে বাড়ির বাইরে বের হবেন না। আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলারা হচ্ছে সম্পূর্ণ লুকানোর বস্তু। যখন কোন মহিলা বাইরে বের হয়, তখন শয়তান চুপে চুপে তাকে দেখে।" **(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৭৬)** খালি মাথায় থাকা সুন্নাত নয়, তাই ইসলামী ভাইদের উচিৎ মাথায় পাগড়ী শরীফের তাজ সাজিয়ে রাখা। কেননা, এটা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বড়ই একটি সুন্নাত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ শ্রবণ করি ✶ যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ অনুবাদ: **আল্লাহ**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০৯৫)** اِنْ شَآءَ الله এ দোয়া পড়ার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। আর **আল্লাহ** পাকের সাহায্যের আওতায় থাকবে। ✶ নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে (যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। ✶ **আল্লাহ**র নাম নেওয়া বিভিন্ন যেমন بِسْمِ الله বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে,

ঘোষণা

ঘরের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব করবিয়্যত হালকায় বয়ান করা হবে আর তা জানার জন্য তরবিয়্যত হালকাতে অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া:

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الۡحَلِيۡمُ الۡكَرِيۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net